নোয়াখালীতে গৃহবধূকে নির্যাতন করে ভিডিও: প্রধান আসামি বাদল গ্রেফতার

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টা ও বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার ঘটনায় দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি বাদলকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। এ ছাড়া এ ঘটনায় দেলোয়ার বাহিনীর প্রধান দেলোয়ারকে অস্ত্রসহ নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রোববার রাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ নিয়ে এ ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন র্যাব ১-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল খন্দকার সাইফুল আলম। তিনি সোমবার সকালে টেলিফোনে যুগান্তরকে বলেন, বাদলকে রোববার দিবাগত রাত ৩টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে ঢাকার কামরাঙ্গীরচর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। আর দেলোয়ারকে নারায়ণগঞ্জের চিটাগং রোড থেকে রাত ২টা থেকে আড়াইটার মধ্যে গ্রেফতার করেছে র্যাব-১১।

এর আগে এ ঘটনায় আরও দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। তারা হলো- একলাশপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের খালপাড় এলাকার হারিদন ভূঁইয়াবাড়ির শেখ আহম্মদ দুলালের ছেলে মো. আবদুর রহিম (২০) ও একই এলাকার মোহর আলী মুন্সিবাড়ির মৃত আবদুর রহিমের ছেলে মো. রহমত উল্যাহ (৪১)।

প্রসঙ্গত ২ সেপ্টেম্বর রাত ৯টার দিকে বেগমগঞ্জ উপজেলার একলাশপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের খালপাড় এলাকায় ওই গৃহবধূর বসতঘরে ঢুকে তার স্বামীকে পাশের কক্ষে বেঁধে রাখেন স্থানীয় বাদল ও তার সহযোগীরা। এর পর গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা করে তারা। এ সময় গৃহবধূ বাধা দিলে তারা বিবস্ত্র করে বেধড়ক মারধর করে মোবাইলে ভিডিওচিত্র ধারণ করেন। সেটি ছড়িয়ে দেয় ইন্টারনেটে। এ ঘটনায় দেশব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি হয়।

কিশোরগঞ্জে চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলায় ৪ জনের মৃত্যুদণ্ড

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে চাঞ্চল্যকর সাবেক সরকারি কর্মচারী আবদুর রহমান আমিন হত্যা মামলায় ৪ জনকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত। এছাড়া অপর ৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জের অতিরিক্ত দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক আবদুর রহিম সোমবার সকালে এ রায় দেন।

রায় ঘোষণার সময় আদালতে আসামিরা উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- কাশেম, নজরুল, লিটন ও সাত্তার। আর যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- খোকন, সিরাজ উদ্দিন ওরফে সিরাজ, কান্তু মিয়া ও সাহেদ।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, কিশোরগঞ্জ জেলা গণপূর্ত বিভাগের সাবেক তদারক সহকারী আবদুর রহমান আমিন চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পরকরিমগঞ্জ উপজেলার নোয়াবাদ ইউনিয়নের শিংগুয়া গ্রামে শ্বশুরবাড়ির এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। ওই গ্রামের মৃত আবদুল কাদিরের ছেলে কাশেম, সিরাজ ও নজরুলের সঙ্গে তার বিরোধ ছিল।

২০০৬ সালের ২৩ এপ্রিল ভোরে আসামিরা আবদুল রহমানের বসতঘরে হামলা করেন। তারা তাকে ছুরিকাঘাতে ও কুপিয়ে হত্যা করেন।হামলায় আহত হন তার স্ত্রী মোছা. নূরুন্নাহার। এ সময় ঘরের টাকা, স্বর্ণালংকারসহ অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায় হামলাকারীরা।

এ ঘটনায় ওই দিনই নিহতের স্ত্রী নূরুন্নাহার ওরফে রাবেয়া বাদী হয়ে ৮ জনের নাম উল্লেখসহ আরও অজ্ঞাত ২/৩ জনকে আসামি করে করিমগঞ্জ থানায় মামলা করেন। পরে মামলাটি সিআইডিতে হস্তান্তর করা হয়।

কৃত্রিম সংকট তৈরি করে সাতদিনেই ৪ গুণ দাম বৃদ্ধি

কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে শেয়ারবাজারে সাত কার্যদিবসেই ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজের দাম প্রায় ৪ গুণ বাড়ানো হল। ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি শেয়ারের সর্বশেষ বাজারমূল্য ৮১৩ টাকা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির ৩০ কোটি ২৯ লাখ শেয়ারের মধ্যে মাত্র ৪৩ হাজার ৫১৪টি শেয়ার লেনদেন হয়েছে। আর এর বাজারমূল্য ছিল ২ কোটি ৯৩ লাখ টাকা।

অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় ৩ কোটিরও কম টাকা লেনদেন করে কৃত্রিম সংকটের কারণে কোম্পানির বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার কোটি টাকা। আর এখন উদ্যোক্তারা চাইলেই বাজার থেকে ১৭ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিতে পারে। এটি আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এখন নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনও (বিএসইসি) বিব্রত। বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ওয়ালটনের এই দাম অসম্ভব, অবাস্তব এবং অকল্পনীয়। তাদের মতে, এই কোম্পানির ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। না হলে বিনিয়োগকারীদের মরণ-ফাঁদ এবং শেয়ারবাজারের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে ওয়ালটন।

জানতে চাইলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পরিচালক মো. রকিবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, ওয়ালটনের এই দাম অসম্ভব এবং অবাস্তব। এ ধরনের ঘটনা শেয়ারবাজারের জন্য অকল্পনীয়। তিনি বলেন, কোম্পানিটি বাজারে মাত্র দশমিক ৯৭ শতাংশ শেয়ার ছেড়েছে। এরপর কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বাজার থেকে টাকা নেয়ার হাতিয়ার হয়েছে এটি। তিনি বলেন, যে কোম্পানির মূল্য ২ হাজার কোটি টাকাও নয়, সেই কোম্পানির দাম ২৪ হাজার কোটি টাকায় উঠানো হয়েছে। কয়েক দিন পর দেখা যাবে এটি ৩০ হাজার কোটি টাকায় নেয়া হয়েছে। এভাবে বাজারটাকে পাগলামির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটি এখনই বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে দুটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রথমত, ভালো কোনো অডিট কোম্পানি দিয়ে ওয়ালটনের আর্থিক রিপোর্ট পুনঃনিরীক্ষা করাতে হবে। দ্বিতীয়ত, কোম্পানিকে কমপক্ষে ১০ শতাংশ শেয়ার ছাড়তে বাধ্য করতে

হবে। না হলে এই বাজার অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, একটি প্রতিষ্ঠান থেকে গত রোববার ওয়ালটনের ৩ লাখ শেয়ারের ক্রয় আদেশ বসানো হয়। আর এই পরিমাণ শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ১৮ কোটি টাকা। যে বিও অ্যাকাউন্টে ক্রয় আদেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে মাত্র ১ কোটি টাকা ছিল। অর্থাৎ অ্যাকাউন্টে টাকা না থাকলেও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার জন্য এই অর্ডার বসানো হয়েছে। ইতোমধ্যে বিষয়টি চিহ্নিত করেছে বিএসইসি। তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সূত্র নিশ্চিত করেছে।

জানতে চাইলে বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ রেজাউল করিম যুগান্তরকে বলেন, ওয়ালটনের শেয়ারে কোনো অস্বাভাবিক লেনদেন হয়ে থাকলে আমরা ব্যবস্থা নেব। তিনি বলেন, ৩০ দিনের আগে এই শেয়ার কেনায় মার্জিন ঋণ দেয়ার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে ব্রোকারেজ হাউস বা মার্চেন্ট ব্যাংক এই কোম্পানির শেয়ার কেনায় ঋণ নিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জানা গেছে, শেয়ারবাজারে আসার আগে এই কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ছিল ৩০০ কোটি টাকা। এরপর আইপিওর ১০০ কোটি টাকা নেয়া হয়। কিন্তু এতে কোম্পানির মূলধনে যোগ হয়েছে মাত্র ২ কোটি ৯২ লাখ টাকা। বাকি ৯৭ কোটি টাকা প্রিমিয়াম হিসেবে পেয়েছে কোম্পানিটি। ফলে আইপিও-পরবর্তী পরিশোধিত মূলধন দাঁড়িয়েছে ৩০২ কোটি ৯২ লাখ টাকা। আর আইপিওতে শেয়ারের সংখ্যা ছিল ২৯ লাখ ২৮ হাজার, যা পরিশোধিত মূলধনের মাত্র দশমিক ৯৭ শতাংশ। এর মধ্যে ১৩ লাখ ৭৯ হাজার শেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা কিনেছেন। বাকি প্রায় ১৫ লাখ ৪৯ হাজার শেয়ার ২৫২ টাকা মূল্যে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা কিনেছেন।

জানতে চাইলে শেয়ারবাজার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আবু আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, ওয়ালটনের ব্যাপারে ভুলটি শুরুতেই হয়েছে। কারণ ১ শতাংশের কম শেয়ার ছাড়তে দেয়া ঠিক হয়নি। কেন বিএসইসি এটি করল, তা আমাদের বুঝে আসে না। তিনি বলেন, কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনের সত্যতা নিয়ে কথা হচ্ছে। তবে আগামী দিনে কোম্পানির আয় এবং কী হারে লভ্যাংশ দিচ্ছে, তা বিবেচনায় নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ প্রান্তিকে ওয়ালটনের আয় কমেছে। আলোচ্য সময়ে কোম্পানির প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে আয় হয়েছে ৫ টাকা ১৭ পয়সা। আগের বছরের একই সময়ে এই আয় ছিল ১১ টাকা ১৪

পয়সা। বিষয়টি ওয়ালটনের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা পার্থ প্রতীম দাশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। বিষয়টি নিয়ে আজ রোববার লিখিতভাবে জানাবেন বলে তিনি জানান।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ওয়ালটন তালিকাভুক্ত হওয়ায় বাজারে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে কোম্পানি কৌশলে ক্ষুদ্র অঙ্কের শেয়ার ছেড়ে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে। দ্বিতীয়ত, অযৌক্তিক দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে কোম্পানির বাজার মূলধন বাড়ানো হয়েছে, যা অবাস্তব। তৃতীয়ত, শেয়ারের দাম অযৌক্তিকভাবে বেড়ে বাজারে অস্থিরতা তৈরি করবে এবং এতে বিনিয়োগকারীরা বড় ধরনের ক্ষতিতে পড়বে এবং সর্বশেষে ভবিষ্যতে অন্য কোম্পানিগুলো এই সুযোগ নেবে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাজারের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থে ওয়ালটনের ব্যাপারে কমিশনের দ্রুত কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। প্রথমত, তাদের (ওয়ালটনের) আর্থিক প্রতিবেদন পুনঃনিরীক্ষা করে কোম্পানির আসল চেহারা উন্মোচন করা উচিত। দ্বিতীয়ত, কারসাজি বন্ধ করে বাজারে সুশাসন ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে কোম্পানিকে ২৫২ টাকা দরে আরপিওর (রিপিট পাবলিক অফার) মাধ্যমে ন্যূনতম ১০ শতাংশ (আরও ৯ শতাংশ) শেয়ার ছাড়তে বাধ্য করা। তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে কোনো কোম্পানি পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশের নিচে শেয়ার ছাড়তে পারবে না, এ বিষয়টি নিশ্চিত করা। চতুর্থত, যেসব প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বিডিংয়ে অযৌক্তিক দাম প্রস্তাব করেছে, তদন্তের মাধ্যমে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা। সবশেষে, এর আগেও এ ধরনের কারসাজিতে ইস্যু-ম্যানেজারও জড়িত ছিল। তাদেরও বিচারের আওতায় নিয়ে আসা উচিত।

জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, ওয়ালটন একটি পরিচিত কোম্পানি। কিন্তু ১ শতাংশেরও কম শেয়ার নিয়ে কোম্পানিকে বাজারে তালিকাভুক্ত হতে দেয়া উচিত হয়নি। কারণ এতে বাজারে কারসাজির সুযোগ তৈরি হয়। তিনি বলেন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসিকে অবশ্যই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিল। আর বর্তমানে কারা অতিরিক্ত দাম প্রস্তাব করছে, তা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

জানা গেছে, আইপিওতে ২৫২ টাকায় সাধারণ বিনিয়োগকারীরা এই কোম্পানির শেয়ার পেয়েছে। এরপর ২৩ সেপ্টেম্বর বাজারে এই কোম্পানির প্রথম লেনদেন হয়। নিয়ম অনুসারে প্রথম দিনে ৫০ শতাংশ

দাম বাড়তে পারে। কিন্তু লেনদেন শুরুর প্রথম ১ মিনিটের মধ্যেই যে পরিমাণ দাম বেড়েছে, তা সার্কিট ব্রেকার (সর্বোচ্চ সীমা) স্পর্শ করে। ফলে দিনশেষে কোম্পানির ৩০ কোটি ২৯ লাখ শেয়ারের মোট বাজারমূল্য দাঁড়ায় সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা। আর সপ্তম দিন শেষে কোম্পানির বাজারমূলধন প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অন্যদিকে নিয়ম অনুসারে উদ্যোক্তারা ৩০ শতাংশ শেয়ার হাতে রেখে বাকি ৭০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে টাকা নিতে পারে। সে হিসাবে বৃহস্পতিবারের দাম অনুসারে কোম্পানিটির উদ্যোক্তারা ১৭ হাজার ৫০০ টাকা নিতে পারে। এ ছাড়াও ৩০২ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধনের কোম্পানিতে বর্তমানে ব্যাংক ঋণ ২ হাজার ৫৪০ কোটি টাকা। এর মধ্যে স্বল্পমেয়াদি ঋণ ১ হাজার ৯২০ কোটি এবং দীর্ঘমেয়াদি ৬২০ কোটি টাকা। এর মানে হল- ঋণজনিত ঝুঁকিতে এই প্রতিষ্ঠান।

চরম মন্দাবাজারে অতিরিক্ত দামেই রহস্যজনক কারণে অনুমোদন পেয়েছে ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজের প্রাথমিক শেয়ার (আইপিও)। কোম্পানিটির ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি শেয়ার আইপিওতেই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ২৫২ টাকায় কিনতে হয়। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ এবং বর্তমান বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিয়ে অদৃশ্য কারণে অনুমোদন দেয় বিএসইসি। মার্চের শুরুতে ওয়ালটনের বিডিং শেষ হয়। এরপর তা অনুমোদনের জন্য বিএসইসিতে আবেদন করে কোম্পানিটি। পরবর্তী সময়ে শেয়ারবাজার সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে আর্থিক বিবরণী পুনর্মূল্যায়নের দাবি আসে। এরপর আইপিও থেমে যায়। গড়িয়ে যায় অনেক সময়। এরপর নতুন কমিশন এসে আইপিও অনুমোদন দেয়। এক্ষেত্রে বর্তমান কমিশনের একজন কমিশনার আপত্তি (নোট ডিসেন্ট) দিলেও তা আমলে নেয়া হয়নি।

জানা গেছে, বুকবিল্ডিং পদ্ধতিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে কোম্পানির কাট অফ প্রাইস নির্ধারিত হয় ৩১৫ টাকা। এক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিবেদনকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখায় ওয়ালটন। বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে বেশি প্রিমিয়াম পেতে এক বছরেই ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজের আয় বৃদ্ধির অস্বাভাবিক তথ্য তুলে ধরা হয়। যেখানে দেখা যায়, আগের বছরের চেয়ে ২০১৮-১৯ সালে প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা ২৯১ শতাংশ বেড়েছে। এ সময়ে কোম্পানিটির মোট ৫ হাজার ১৭৭ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি হয়েছে। যার বড় অংশ বিক্রি দেখানো হয়েছে একই গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন প্লাজার কাছে। এসব পণ্য বিক্রির বড় অংশ বাকিতে। এই বাকিতে বিক্রির অর্থই মুনাফা হিসেবে দেখানো হয়েছে। আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ১ হাজার ৩৭৬ কোটি টাকা

মুনাফা হয়েছে। আগের বছর যা ছিল ৩৫২ কোটি টাকা। অথচ পণ্য বিক্রি বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে ৮৯ দশমিক ৪ শতাংশ। এর মানে হল- পণ্য বিক্রি কম, কিন্তু মুনাফা অনেক বেশি, যা সাংঘর্ষিক ও অস্বাভাবিক। কিন্তু এর আগের বছর অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তাদের মুনাফা ৫২ শতাংশ এবং টার্নওভার ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ কমেছিল। অন্যদিকে কোম্পানির মুনাফা বাড়লেও একই বছরে কোম্পানির ক্যাশফ্লো ১০২ কোটি টাকা কমেছে। বাজার সংশ্লিষ্টরা কোম্পানির অডিট রিপোর্ট পুনঃনিরীক্ষার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু তা আমলে নেয়নি বিএসইসি।

নিয়ম অনুসারে কাট-প্রাইস নির্ধারণের পর বিএসইসির হাতে দুটি অপশন থাকে। আইন অনুসারে এই শেয়ারের দাম বিএসইসি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০ শতাংশ কমাতে পারে। অথবা বিনিয়োগকারীদের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অর্ডিন্যান্সের ২ সিসি ধারার ক্ষমতাবলে বিডিং বাতিল করতে পারে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দুই কারণে ওয়ালটনের বিডিং বাতিল করতে পারত কমিশন। প্রথমত, কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনে সমস্যা। দ্বিতীয়ত, করোনার কারণে পুরো বাজার তলানিতে চলে এসেছিল। ফলে আগের নির্ধারিত দামে এখন আইপিও অনুমোদন অযৌক্তিক। বাজারে কারসাজির বড় হাতিয়ার হয়েছে ওয়ালটন। কারণ কোম্পানিটি বাজারে মাত্র ১ শতাংশেরও কম শেয়ার ছেড়েছে। এতে কয়েকজন বিনিয়োগকারী মিলে শেয়ার কিনে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে পারবে।

পুঁজিবাজার থেকে ১০০ কোটি টাকা উত্তোলনের জন্য ৭ জানুয়ারি বিএসইসি ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজকে বিডিংয়ে অংশ নেয়ার অনুমোদন দেয়। এ অনুমোদনের ফলে কাট-অফ প্রাইস নির্ধারণে ২ থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত যোগ্য বিনিয়োগকারীরা বিডিংয়ে অংশ নেয়। এ সময়ের মধ্যে বিডিংয়ে অংশ নেন ২৩৩ জন। এ বিনিয়োগকারীরা সর্বনিু ১২ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৭৬৫ টাকা করে ওয়ালটনের শেয়ার কেনার জন্য প্রস্তাব দেন। তবে ৭৬৫ টাকা প্রস্তাব করেছে ইসলামী ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটি যুগান্তরকে জানায়, তারা ভুলবসত সেটি করেছে। পরে ভুল সংশোধনের বিএসইসিতে আবেদনও করেছিল। কিন্তু তা আমলে নেয়া হয়নি।

তদারকির অভাবে নষ্ট হচ্ছে বেসিনগুলো!

করোনাকালিন সময়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও করোনা প্রতিরোধের কারনে সরকারি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিভিন্ন স্থানে তৈরি করা হয়েছে হাত ধোয়া বেসিন। যথাযথ দেখভালের অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এইসব বেসিনগুলো। সাবান পানি সংকটে ভুগছে অধিকাংশই। কোন কোন বেসিনে পড়েছে ময়লার স্তুপ ব্যবহার হচ্ছে ডাস্টবিন হিসেবে।

জানা গেছে, করোনা প্রতিরোধের অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় গত জুন মাসের শেষের দিকে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৯টি হাত বেসিন নির্মান করে মেহেরপুর জনস্বাস্থ্য বিভাগ। তিন মাস যেতে না যেতেই বেহাল দশা সব গুলোর। কোনটাই পানি আছে তো সাবান নেই, আবার কোনটাই টুকরো করা সাবান থাকলেও নেই পানির ব্যবস্থা। জন সাধারণ চাইলেও ব্যবহার করতে পারছেনা বেসিন গুলো। হাতে গোনা দুয়েকটা মোটামুটি ব্যবহার হলেও পরিত্যক্ত বাকি গুলো। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে তা পুরণ হচ্ছে না।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকোশল অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা ও বিভিন্ন উপজেলায় হ্যান্ড ওয়াশ বেসিন নির্মানের উদ্যোগ নেয়। ইতিমধ্যে জেলায় ১৯ টি নির্মানকাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিভিল সার্জন অফিস, পুলিশ লাইন, সদর থানা, সদর হাসপাতালে, মেহেরপুর ডায়বেটিক হাসপাতাল, গড় মসজিদ, মা ও শিশু কল্যাণ হাসপাতালে, ডিপিএইচই অফিস, মেহেরপুর আইনজীবি সমিতির অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও সাব-রেজিষ্ট্রি কার্যালয়ে ১টি করে বেসিন নির্মান করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী।

গাংনীতে উপজেলা পরিষদে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে, বাসস্ট্যান্ড বাজারে ১টি করে বেসিন নির্মান করেছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী। মুজিবনগরে উপজেলা পরিষদে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও মুজিবনগর থানায় ১টি করে নির্মান করা হয়েছে। এছাড়াও গাংনী পৌরসভায় আরও ৫টি নির্মান কাজ চলমান রয়েছে।

এইসব বেসিন গুলো স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানসহ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের দেখভাল করার দায়িত্ব। প্রথম পর্যায়ে বেশ তদারকি থাকলেও এখন তেমন একটা তদারকি নেই। ফলে সরকারি অর্থায়নে তৈরি করা বেসিন গুলো প্রায় অচলাবস্থা।

মুজিবনগর প্রতিনিধি শাকিল রেজা জানান, মুজিবনগরে ৩টি বেসিন নির্মান করেছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মেহেরপুর। এর মধ্যে থানায় যেটি নির্মান করা হয়েছে সেটা মোটামুটি ব্যবহারে হলেও উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বেসিন অচল অবস্থায় পড়ে আছে। মুজিবনগরে করোনা পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে বলে এই বেসিন গুলো তেমন ব্যবহার হচ্ছে না ।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার জানান, এটা দেখভাল করার দায়িত্ব আমাদের সবার। বিষটি আমার নজরে ছিল না। আমি এটি ব্যবহার যোগ্য করার ব্যবস্থা নিচ্ছি।

গাংনী প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান জানান, গাংনীতে জনস্বাস্থ্য প্রকোশলীর নির্মান করা ৩টি বেসিনই অচল হয়ে পড়ে আছে। সাবান-পানির অভাবে চাইলেও ব্যবহার করতে পারছে না অনেকেই। এছাড়াও আরও তিনটি বেসিন নির্মান কাজ চলমান রয়েছে। যেগুলো নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মান করা হচ্ছে। প্রতিটির জন্য বরাদ্দ প্রায় ৩০ হাজার করে হলেও অর্ধেক খরচে বানাচ্ছে ঠিকাদার।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর নির্বাহী প্রকৌশলী আশরাফ আলী জানান, বেসিন গুলো তদারকি করার দায়িত্ব স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানসহ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয়েরও। আমরা আরও চাহিদা দিয়েছি অল্পদিনের মধ্যে আরও কিছু বেসিন নির্মান করা হবে। আমরা সব গুলোই তদারকি করছি।

কোটচাঁদপুরে মোটরসাইকেলের

ধাক্কায় ইজিবাইক চালক নিহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর শহরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় জহিরুল ইসলাম (৬২) নামে এক ইজিবাইক চালক নিহত হয়েছে। শুক্রবার সকালে শহরের ব্রীজঘাট এলাকার বাইতুল মামুর মসজিদের কাছে এদূর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে ইজিবাইক চালক জহিরুল হাসপাতালে রোগী নামিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে ব্রীজ ঘাট এলাকায় বাইতুল মামুর মসজিদের পাশে গাড়ী রেখে রাস্থা পার হচ্ছিলেন।

এ সময় দ্রতগামী একটি ডায়াং ৫০ সিসির মোটরসাইকেল (ঝিনাইদহ এ-১১-০৬৭৮) জহিরুল কে সজোরে ধাক্কা দেয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ কৃষ্ণ কমল পাল তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত জহিরুল চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়ীয়া গ্রামের স্টেশন পাড়ার মৃত নূরুল হুদা সরকারের পুত্র।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম জানান, দূর্ঘটনার পর মটর সাইকেল ফেলে চালক পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মোটরসাইকেলটি জব্দ করে থানা হেফাজতে নিয়েছে।

সম্পর্ক জোরদারে চীনকে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং চলমান করোনাভাইরাস মহামারীতে অব্যাহত সাহায্য-সহায়তার জন্য বাংলাদেশের অন্যতম মূল্যবান অংশীদার হিসেবে চীনের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, উভয় দেশ সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র সন্ধানের মাধ্যমে সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করতে পারে। তিনি চীনা প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও সুখ এবং সে

দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করেন।

বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, মূল্যবোধ, জাতীয় স্বার্থ এবং পারস্পরিক সম্মানের বিষয়টিতে জোর দেন।

বৃহস্পতিবার চীনের দূতাবাস এ তথ্য জানায়।

চীনের দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সরকারপ্রধান গণচীনের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে এক অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন। এতে তিনি চীন সরকার ও জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন ও উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান।

ঢাকার চীনা দূতাবাস জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট শির বাংলাদেশ সফর এবং ২০১৯ সালে তার চীন সফরের স্মৃতিচারণা করেন।

চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের পুরো সম্ভাবনা কাজে লাগাতে আরো সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধানের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রেসিডেন্ট শির সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুখের পাশাপাশি চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

শেখ হাসিনা চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াংকেও অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই দেশের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যকার ২০১৬ সালের সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারত্বের কথা তুলে ধরেন।

শেখ হাসিনা ২০১৯ সালে চীন সফরের কথা স্মরণ করে বলেন, উভয় দেশই বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছিল। চলমান করোনাভাইরাস মহামারীতে বাংলাদেশের জন্য চীনের সহায়তার প্রশংসা করেন তিনি।

বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি করতে চায় ইরান

বাংলাদেশে পেঁয়াজসহ বিভিন্ন পণ্য রফতানি করতে চায় ইরান। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ রেজা নফর এ আগ্রহের কথা জানান।

এ সময় কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি, এগ্রো ফুড প্রসেসিং ও প্যাকেজিং, জলবায়ু অভিঘাত সহনশীল বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন ও গবেষণা, বাণিজ্য নিয়ে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের ফলে কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখন মূল লক্ষ্য হল কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও আধুনিকীকরণ করা। সে জন্য কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতে বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বারোপ করছে।

এ সময় কৃষিমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে ইরানে আম, আনারসসহ বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসবজি রফতানি এবং ইরান থেকে গম ও পেঁয়াজ আমদানিতে আগ্রহের কথা জানান। কৃষিমন্ত্রী ইরানের রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানান।

এ সময় ইরানের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ থেকে চা, পাট, আম, মসলাসহ বিভিন্ন ফুড আইটেম ও শাকসবজি নেয়া এবং বাংলাদেশে খেজুর, গম, পেঁয়াজ, কিসমিস প্রভৃতি রফতানির আগ্রহ ব্যক্ত করেন। ইরানের রাষ্ট্রদূত জানান, ইরানে তুলনামূলকভাবে পেঁয়াজের দাম অনেক কম। বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করে ইরানের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ সরকারের যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলে করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। যা খুবই প্রশংসনীয়।

রেজা নফর আরও বলেন, বাংলাদেশ ও ইরানের কৃষিসহ অনেক বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া দুই দেশের বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ী

ও উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য খাত চিহ্নিত করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

বিয়ের দিন প্রবাসফেরত যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু

শুক্রবার সকালে আবদুল কাদের (৩২) নামের ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এদিন দুপুরে তার বিয়ে করার কথা ছিল। তবে তার মৃত্যুর কারণ এখনও অজানা।

পরিবার জানিয়েছে, করোনার কারণে আবদুল কাদের ২৫ দিন আগে সৌদি আরব থেকে বাড়িতে চলে আসেন। শুক্রবার দুপুরে তার বিয়ের জন্য সব আয়োজনও সম্পন্ন হয়।

এদিন ভোরে মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ে ঘরে এসে রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে নিখোঁজ হন আবদুল কাদের। তিন ঘণ্টা পর উপজেলার কেরোয়া ইউপির খলিফা মসজিদসংলগ্ন জগার বাড়ির সুপারি বাগানের ভেতরে পরিত্যক্ত পুকুরে তার লাশ ভাসতে দেখা যায়।

আবদুল কাদের একই এলাকার জয়নাল আবেদিনের ছেলে। বিয়ের দিন হঠাৎ করে তার মৃত্যুতে পরিবারেশোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নিহতের বাবা জয়নাল আবেদিন জানান, সৌদি আরব থেকে ফিরে বেকার সময় পার করছিল আবদুল কাদের। এতে সে হতাশাগ্রস্ত ও মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার চিকিৎসাও করা হয়। সম্প্রতি তার ইচ্ছাতেই পারিবারিকভাবে বিয়ের সিদ্ধান্ত হয়। আজ তার বিয়ের দিন ছিল।

তিনি আরও জানান, শুক্রবার ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে ঘরে আসে কাদের। দুই ঘণ্টা পর কাদের ঘর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে তিনি বাধা দেন। কিন্তু অনেকটা জোর করেই বাইরে বের হয়ে যায় সে। তিন ঘণ্টা পর পুকুরে কাদেরের লাশ ভাসতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়।

নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করার জন্য সদর হাসপাতাল পাঠিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় থানায় অপমৃতর মামলা হয়েছে।

রায়পুর থানার ওসি আবদুল জলিল যুগান্তরকে বলেন, যুবকের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল পাঠানো হয়েছে। তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। মৃত্যুটি রহস্যজনক মনে হচ্ছে। এ ঘটনায় থানায় ইউডি মামলা হয়েছে। রিপোর্ট আসলে পরে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

করোনাভাইরাসে দেশে আরও ৩৩ প্রাণহানি

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে ১ হাজার ৩৯৬ জন।

শুক্রবার বিকালে সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির এই সবশেষ তথ্য জানানো হয়।

সেখানে বলা হয়, সকাল ৮টা পর্যন্ত শনাক্ত ১ হাজার ৩৯৬ জনকে নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখ ৬৬ হাজার ৩৮৩ জন হল।

আর গত এক দিনে মারা যাওয়া ৩৩ জনকে নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে মোট মৃতের সংখ্যা ৫ হাজার ৩০৫ জনে দাঁড়াল।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হিসাবে, গত এক দিনে বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ১ হাজার ৫৪৯ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ২ লাখ ৭৮ হাজার ৬২৭ জন হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ১০৯টি ল্যাবে ১১ হাজার ১৭৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে ১৯ লাখ ৭০ হাজার ২৫১টি নমুনা।

২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ১২ দশমিক ৪৯

শতাংশ, এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৮ দশমিক ৬০ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৭৬ দশমিক ০৫ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৪৫ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় বিশ্বে শনাক্তের দিক থেকে পঞ্চদশ স্থানে আছে বাংলাদেশ, আর মৃতের সংখ্যায় রয়েছে ২৯তম অবস্থানে।

যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা, আজারবাইজানের পাশে তুরস্ক পাকিস্তান আফগানিস্তান

যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা, আজারবাইজানের পাশে তুরস্ক পাকিস্তান আফগানিস্তান

বিতর্কিত নাগোর্নো-কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। আর্মেনিয়ার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে বেড়েছে সংঘাতের তীব্রতা। এরই মধ্যে আজারবাইজানের পাশে দাঁড়িয়েছে তুরস্ক, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। তিন দেশই মনে করে আজারবাইজানের ভূখণ্ডে আর্মেনীয় দখলদারিত্ব বন্ধ করতে হবে। খবর আল জাজিরার।

বুধবার দেওয়া ভাষণে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম আলিয়েভে

বলেন, তুরস্ক, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান আমাদের সমর্থন দিয়েছে। এজন্য তাদের ধন্যবাদ। তবে আমাদের সামরিক বাহিনীর বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এমন পরিস্থিাততে কোনো শর্ত ছাড়াই বিতর্কিত অঞ্চল না ছাড়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট। আর আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রীও লড়াই করেই শান্তি ফেরানোর কথা বলেছেন।

নাগোরনো-কারাবাখকে আজারবাইজান নিজেদের বলে দাবি করে এলেও আর্মেনীয় নৃগোষ্ঠীর লোকজন অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, আর্মেনিয়া তাদের সমর্থন দিচ্ছে। এদিকে, চলমান সংঘাত নিরসনে আলোচনার জন্য রাশিয়াসহ আন্তর্জাতিক আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে দুই দেশ। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশগুলোর একটি সামরিক জোটের সদস্য রাশিয়া। যে জোটে আর্মেনিয়া রয়েছে এবং দেশটিতে একটি রুশ সামরিক ঘাঁটিও রয়েছে। অবশ্য আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া, উভয় দেশের কাছেই অস্ত্র সরবরাহ করে মস্কো। তবে যুদ্ধবিরতির জন্য আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রয়েছে।
আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিন্যান বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য হলো পরিস্থিতির যাতে উন্নতি হয় সে ব্যবস্থা করা। পুনরায় শান্তি স্থিতিশীলতা ফেরাতে আমরা কাজ করে যাব। আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলকহাম আলিয়েভ জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিরোধপূর্ণ অঞ্চলটির সমস্যা সমাধানে আমরা সমঝোতার কথা বলে আসছি। তবে এটি অবশ্যই ১৯৯২ সালে গঠিত ইউরোপের নিরাপত্তা সংস্থার মাধ্যমে হতে হবে।